পাঠক ফোরাম

একটি মৃত্যু অনেক প্রশ্ন

নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রহারে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দিপুকে গরুপেটা করে মৃত্যুর কোলে পাঠিয়ে দেয়া কতটা অমানবিক তা বোধ হয় এই সভ্য সমাজে কারোরই উপলব্ধির বাকি নেই। শুধু নয়াটোলা নয়, দেশের অনেক স্কুলেই কোমলমতি শিশুদের এভাবে নির্যাতন করা হয়। বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের নির্দিষ্ট কারিকুলাম ছাড়াও স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের ওপর যে অতিরিক্ত বইয়ের ভার চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তা কতটা গ্রহণযোগ্য বা এতে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কি না, তাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এতে করে ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত টেনশনে তো ভুগছেই, তার ওপর তাদের অতিরিক্ত প্রেসার সৃষ্টি করে তাদেরকে প্রাইভেটে পড়তেও বাধ্য করা হচ্ছে। এর খেসারত শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, অভিভাবকবৃন্দদেরও দিতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোনো স্কুলেই যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, কোনো পরিবারকেই যেন অসহায় হতে না হয় এবং ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা যাতে উৎকণ্ঠামুক্ত হতে পারে- এ জন্য সরকারিভাবে প্রতিটি স্কুলে একটি সার্কুলার জারি করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তা না হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড যে ভেঙে পড়বে না, এর নিশ্চয়তা কে দেবে?

আহমেদুর রহমান
ধানমন্ডি, ঢাকা

এখানেও প্রতারণা

মৌসুমি ফলে বাজার ভরপুর। আষাঢ় মাসের শুরু। যে যেখানে পারছে বাজার সাজিয়ে বসে অনেক রকমের ফল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একশ্রেণীর অসাধু বিক্রেতা আমাদের ধোকা দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারা প্রাকৃতিক এই ফলগুলোতে কৃত্রিম রাসায়নিক রঙ (বিষাক্ত) মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করছে আর আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে ব্যবসায়ীরা। এদিকে এই বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য খেয়ে আমাদের বিভিন্ন নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে বাচ্চারা আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। অথচ এই প্রতারকরা ধরা পড়ছে আবার দেখা যায় ছাড়াও পেয়ে যায়। এই যে অনিয়ম, এই অনিয়মগুলো কি প্রশাসনের চোখে পড়ে না? নাকি তারাও এর সঙ্গে জড়িত? আমরা কি সামান্য ফলটাও খেতে পারবো না সন্দেহ ছাড়া? আমরা আজ কতটা নিরাপদ? খাদ্যে যদি এ বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো শুরু হয়, তাহলে কিভাবে বেড়ে উঠবে আমাদের আগামী প্রজন্ম? আমাদের এই প্রতিবাদ কি একটিবারও চোখে পড়ে না আমাদের কর্তৃপক্ষের?

পশ্চিম চৌকিদেখী
সিলেট

অবহেলায় পুরনো ঢাকা

পুরনো ঢাকায় অবস্থিত সূত্রাপুর ও শ্যামপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও সূত্রাপুর ও শ্যামপুর থানায় পুলিশের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। দু'থানার বর্ডার এলাকা হওয়া সত্ত্বেও ফরিদাবাদ স্কুলের সন্নিকটে স্থায়ী পুলিশের চাহিদা অনেক দিন থেকে। ঐ এলাকায় দৈনন্দিন ক্রাইমের ব্যাপারে সূত্রাপুর থানা পুলিশের অবহেলাও অনেকাংশে দায়ী। প্রায় থানায় ওসিদের দুর্ব্যবহারে জনগণ অতিষ্ঠ এবং ক্ষুব্ধ। যুগ যুগ ধরে পুলিশের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই। তাই পুলিশকে জনগণের বন্ধু হবার জন্য পরামর্শ দিন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো কোনো সময় পুলিশ ছাড়া জনগণ অসহায়। এমতাবস্থায় পুরনো ঢাকার শ্যামপুর ও সূত্রাপুর থানার পুলিশদের একটু সক্রিয় করার ব্যাপারে এবং এলাকাগুলোতে দিন-রাত টহল পুলিশ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও ছিনতাই বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
মুক্ত সাংবাদিক ও উন্নয়ন কর্মী
ফরিদাবাদ, ঢাকা

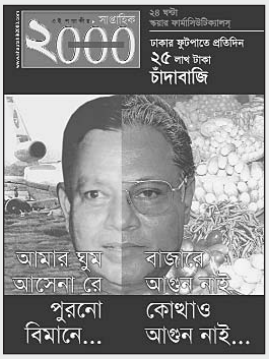

বুড়িগঙ্গা সেতু দখল

পোস্তগোলায় অবস্থিত সেতুর অধিকাংশ জায়গা বাসস্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া অনেক জায়গায় গড়ে উঠেছে স্থায়ী দোকান। ৪-৫ বছর যাবৎ সেতুর ওপরের অংশ বাসস্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বাসস্ট্যান্ড অবৈধভাবে যারা তৈরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা কখনো নেয়া হয়নি। প্রকৌশলীদের মতে, বুড়িগঙ্গা সেতুর ওপর বাসস্ট্যান্ড সেতুর জন্য হুমকিস্বরূপ।
মাওয়া, সিরাজদীখান, ফরিদপুর রুটের বাসগুলো নিয়মিত সেতুর ওপরের অংশকে বাসস্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করে। তাছাড়া সেতু এলাকার ভেতরে গড়ে উঠেছে মুন্সীগঞ্জ, দীঘিরবাড়ীসহ আরো কিছু এলাকার বাসস্ট্যান্ড।
অন্যদিকে বাবুবাজার এলাকার দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতুর নিচের অধিকাংশ জায়গা চায়ের দোকান ও চালের গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্রিজের নিচে বড় বড় চালের গোডাউন আর ওপরে বাসস্ট্যান্ড গড়ে ওঠার কারণে দিনের পুরোটা সময় মিটফোর্ড, বাবুবাজার, সদরঘাট এলাকার লোকজনকে ভয়াবহ যানজটের মধ্যে পড়তে হয়। ফলে, দিনের অনেক কাজ সময়মতো করতে না পেরে অনেকে নানা রকম সমস্যায় পড়ছেন। এলাকাবাসীর দাবি, কর্তৃপক্ষ যেন বুড়িগঙ্গা সেতুটি অবৈধ দখলদারদের কবল থেকে বাঁচায়।

bvg cKv‡k Awb"QK, XvKv

বাজারে আগুন নাই...

সেই বাগ্‌সর্বস্ব আলতাফ চৌধুরী আবার তার উদ্ভট তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছেন। ৬ জুলাই বেসরকারি চ্যানেলগুলোর খবরে দেখলাম 'স্যুটেড ব্যুটেড' হয়ে তিনি বলছেন, 'বাজারে কোনো জিনিসের দাম বাড়েনি, সবকিছু স্থিতিশীল, চিন্তার কোনো কারণ নাই...।' আলতাফ চৌধুরীর বয়ান শুনে স্বল্প আয়ের এক রিকশা শ্রমিক বলে উঠল, 'স্যারে কি বাজার কইরা খায়? বুঝবো কেমনে!' 'আল্লার মাল আল্লায় নিছে' এই তত্ত্ব আবিষ্কারক আলতাফ চৌধুরীর পরবর্তী তত্ত্ব ছিল- 'পর পর ক'দিন রোদ্দুর হলে চালের দাম কমবে।' কী হতভাগ্য আমরা। এই হলো আমাদের মন্ত্রী-আমলাদের কথা নমুনা। বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে যেখানে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে, সেখানে মন্ত্রী সাহেব হাসিমুখে বলছেন, জিনিসের দাম বাড়েনি। তিনি বোধহয় জনসাধারণের সঙ্গে রসিকতা করতে ভালোবাসেন। সরকারি প্রহরী ছাড়া একদিন বাজারে গিয়ে দেখেন জিনিসের দাম বেড়েছে কি না?

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল

দুর্নীতির ভয়ঙ্কর চিত্র

সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই আমি এর নিয়মিত পাঠক। কিন্তু একটি ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধান প্রতিবেদন পাচ্ছি না। তা হলো সরকারি কর্মচারীদের নীরব ভয়ঙ্কর দুর্নীতি। একজন নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ অবৈধ পন্থায় অতিরিক্ত আয় করে বাড়ি, গাড়ি ও বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছে। তার পরিচালিত সমাজ কি পারবে ভালো কিছু উপহার দিতে? এ সম্পদের হিসাব-নিকাশ নেবার যেন কেউ নেই। যখনই দেশের বাজেট ঘাটতি হয়, তখনই সরকার নতুন করে ট্যাক্স আরোপ করে সাধারণ জনগণের ওপর। ফলে ঐ সব লুটেরা শ্রেণী পায় উৎসাহ, আর সাধারণ মানুষ হয় হতাশ। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো পথ নেই?

মোঃ সিরাজুল ইসলাম সাচ্চু
আরিফপুর, পাবনা

একতার সমালোচনা

বাংলাদেশের অনেক দর্শক একতা কাপুরের সিরিয়ালের ভক্ত। আমরা অনেক আগ্রহ নিয়ে তার কুসুম, কাহানি ঘর ঘর কি, কাহি তো হোগা ইত্যাদি দেখে থাকি। আমাদের দেশের দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনগুলোয় এসব খবর পড়ে থাকি। এখন আমি একতা কাপুরের সিরিয়ালের সমালোচনা পড়তে চাই। তার সিরিয়ালে খুন, জেল, বিয়ে ছাড়াছাড়ি, জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়ে তা পুরনো চেহারা বদলানো সিরিয়ালে মহিলা এবং পুরুষ ভিলেন সৃষ্টি করা অথবা জন্মদিন। ফ্যাশন শো দেখানো, সিরিয়ালকে টেনে লম্বা করা, অনেক চরিত্রের সৃষ্টি করা, মেরে ফেলা ইত্যাদি।
দয়া করে আপনারা সমালোচনা লিখুন।

হেলেন
পোস্ট কলোনি, ঢাকা

bM‡ii ev¯eZv

ঢাকা শহরে ভাসমান মানুষের সংখ্যা অনেক। এসব ভাসমান মানুষ সারা দিন কেউ ভিক্ষা করে, কেউ ছোটখাটো জিনিস ফেরি করে, কেউ হয়তো কারো ফুট-ফরমায়েশ খাটে। এরা কেউ কেউ হোটেলে যায়, আবার কেউ কেউ মেস বা অন্য কারো বাড়িতে মাসিক টাকা প্রদান হিসেবে খেয়ে থাকে। কিন্তু এদের একটি জায়গায় এসে মিলিত হতে হয়। সারা দিনের ক্লান্তির পর যখন দুচোখে জড়িয়ে আসে ঘুম, তখন এরা ছুটে আসে ফুটপাতে, স্টেডিয়ামের বাইরে বা কোনো খোলা মাঠে। আমি নিজে মিরপুর স্টেডিয়ামের বাইরে, ফুটপাতে, রেলস্টেশনে এ রকম অনেক স্থানে বহু মানুষকে খোলা আকাশের নিচে অকাতরে ঘুমাতে দেখেছি। তারা পলিথিন বা মাদুর বিছিয়ে, পোঁটলি বা ইটকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। উপরে খোলা আকাশে দেখা যায় অসংখ্য তারার মেলা, নয়তো পূর্ণিমার চাঁদ। কখনো মেঘের ঘনঘটা ও বর্ষণ, আবার হয়তো শীতের তীব্রতা ও কুয়াশা। বৈরী আবহাওয়া হলে তাদের ঘুম আর হয় না- জেগে কাটাতে হয় সারা রাত। তাছাড়া পুলিশ, মাস্তান ও নেশাখোরদের যন্ত্রণা তো আছেই। এসব দেখে নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে হয়। আরামে খাটের ওপর ঘুমাচ্ছি। গরমের যন্ত্রণা, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের তীব্রতা কিছুই আমাকে কষ্ট দিতে পারে না। ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না শান্তির ঘুমের। অথচ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উঠে যেতে হয়। একটু বেশি সময় শুয়ে থাকার অবকাশ নেই। হায়রে জীবন! একই নগরে জীবন যাপনের কী বিচিত্রতা!

আল মামুন
সবুজ বাংলা, পল্লবী, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

বর্ষায় নাগরিক দুর্ভোগ

বর্ষার বারিবর্ষণ শহরবাসীর জন্য যেন অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। প্রতি বছরই আমাদের দেশে তার, গ্যাস, বিদ্যুৎ বিভাগ সবার কাজই শুরু হয় বর্ষা মৌসুমে। এ সময়ই রাস্তাঘাট কাটার ধুম পড়ে যায়। তারপর শুরু হয় বর্ষা। চারদিকে পানিতে টইটম্বুর। কোথায় গর্ত আর কোথায় ম্যানহোল, সব পানিতে একাকার। আর দুর্গতি হচ্ছে সাধারণ জনগণ ও যানবাহনের। পত্রিকায় দেখলাম, দোতলা এক বিশাল বাসের এক চাকা গর্তে পড়ে গেছে। বাসের হেলপার বিশালাকার বাঁশ দিয়ে নৌকার লগির মতো গর্ত খুঁজে খুঁজে বাস চালালেও শেষ রক্ষা হয় না। তারপর সাধারণ মানুষও এসব গর্তে পড়ে তাদের হাত-পা ভাঙছে। প্রতি বছরই এসব ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই। বর্ষা মৌসুমেই রাস্তাঘাট কাটতে হবে এটা যেন একটি লিখিত দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার জনগণের এই ভোগান্তি নিয়ে যেন কোনো কর্ণপাত করতেই নারাজ। এ অবস্থায় সাধারণ জনগণের যে যন্ত্রণা পোহাতে হয়, এর প্রতিকার কে করবে! তারপর আছে জলাবদ্ধতা। এর অন্যতম কারণ ড্রেন, ম্যানহোল, স্যুয়ারেজ দিয়ে পানি ঠিকমতো নির্গত না হওয়া। এ কারণে কোথাও কোথাও পানি জমে থাকে দিনের পর দিন। আবার কোথাও একটু বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায় হাঁটু পরিমাণ। তা ছাড়া বর্ষা তো আবার ডেঙ্গু জ্বরের মৌসুম। সার্বিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, বর্ষা নগরবাসীর জন্য কষ্টের কারণ। এ বিষয়গুলো আসলেই সরকারকে দেখতে হবে। আমাদের এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিতে হবে।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

বনসাই ইলিশ এবং ছাত্র রাজনীতি

১. চোরেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চুরি করে সিলভারের হাঁড়িতে বেশ কিছু দিন ভরে রাখে। এতে এরা পঙ্গু হয়ে যায়। পরে এদের দিয়ে ভিক্ষা করানো হয়। আমাদের দেশের কিছু লোক বট, পাকুড়ের গাছসহ বেশ কিছু গাছ কেটে-ছেঁটে ছোট করে রাখে। গাছগুলোকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে দেয়া হয় না, বামন করে রাখা হয়। এটাকে তারা শিল্পকর্ম বলে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'বনসাই'। এটা চরম অমানবিক কাজ। কারণ গাছেরও প্রাণ আছে।
২. বর্ষাকালে মাছ একেবারেই দুর্লভ। এ সময় কিছু ইলিশ মাছ পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ বেশ কিছু দেশে ইলিশসহ অন্যান্য মাছ রপ্তানি করা হয়। ফলে এ দেশের মানুষ মাছ খেতে পায় না। যা কিছু বাজারে আসে তার মূল্য অনেক। মাছ রপ্তানি করে যে অর্থ আসে তা দিয়ে ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের লাভ হয় কিন্তু দেশের ও জনগণের কোনো উপকারে আসে না। এটা জানা কথা, উন্নয়নের নামে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার মোটা অংশ চোরদের পেটেই চলে যায়।
৩. ভারতসহ পৃথিবীর কোনো দেশেই ছাত্র সংগঠনগুলো মূল রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে তাই করা হয়েছে। তার ফল আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এখন কিছু ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্ত টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, চাঁদবাজি, ভর্তি ব্যবসা ও সন্ত্রাস করে চলছে।

জাহাঙ্গীর চালকাদার
পুষ্পরাজ সাহা লেন, লালবাগ, ঢাকা